ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৬৬
আগরতলা,২৮ জুন,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ৮ জুন, ২০২৪ তারিখে ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য বীমা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি স্টেট হেলথ এজেন্সি, টিএইচপিএস-এর নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে স্টেট হেলথ এজেন্সি, টিএইচপিএস থেকে জানানো হয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যের প্রত্যেককে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুরক্ষা প্রদান করা। প্রকল্পের সমস্ত নির্দেশিকা মেনে পর্যায়ক্রমে হাসপাতালের তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। সম্প্রতি রাজ্যের আগরতলাস্থিত আইএলএস হাসপাতালও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পাশাপাশি রাজ্যের দুটি বেসরকারি হাসপাতাল, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এবং আইএলএস হাসপাতাল থেকেও সুনির্দিষ্ট কিছু পরিষেবার জন্য এই প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার ১৩০টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি হাসপাতাল CM-JAY ২০২৩ প্রকল্পে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং সুবিধাভোগীরা ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন।

স্টেট হেলথ এজেন্সি, টিএইচপিএস থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্প চালু করার মাধ্যমে সমস্ত পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রকল্পে সমস্ত যোগ্য পরিবার প্রকল্পের সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতালে বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্য চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাবে। এর ফলে রাজ্যবাসীর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত হবে। এখন পর্যন্ত ১,৯০,৬৪৫ পরিবারের মোট ৪,২১,৭২৭ জন সুবিধাভোগীদের CMJAY 2023 প্রকল্পের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং কার্ড জেনারেশন এর প্রক্রিয়া জারি আছে। এখন পর্যন্ত মোট ৬,৮৭৩ জন রোগী বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে নগদ ও কাগজবিহীন চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন যার চিকিৎসা খরচ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজ রেট অনুযায়ী ৭,৯৯,৫৩,৭১৫ টাকা। রাজ্যের বিভিন্ন তালিকাভুক্ত হাসপাতালে সুবিধাভোগীদের PMJAY অথবা CM-JAY ২০২৩ প্রকল্পের আওতায় ভর্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই প্রকল্প রাজ্যের মানুষের ক্ষমতার বাইরের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় (OOPE) হ্রাস করেছে। চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের সূচনা হওয়ার প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজের আওতায় এসেছে এবং সুবিধাভোগীরা এ প্রকল্পের সুবিধা সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতাল থেকে গ্রহণ করছেন। রাজ্যের যে সমস্ত সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB-PMJAY), বিল্ডিং এন্ড আদার কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার (BoCW) প্রকল্প, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স (CAPF) প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (PM-JANMAN) প্রকল্পে অথবা কোনও সরকারি বীমা প্রকল্পে আওতাভুক্ত নয় সেই সমস্ত সুবিধাভোগী চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনার (CM-JAY) ২০২৩ অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

******২য় পাতায়

চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা রাজ্য সরকারের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি যা এখন পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে রাজ্যের যোগ্য পরিবারের মধ্যে ৫,৫০,০০০ এরও বেশী পরিবার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের বাদবাকি জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা ২০২৩ প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য জনগণের মৌলিক অধিকার, এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার কথা চিন্তা করে এই জনকল্যাণকামী প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। রাজ্যে মোট পরিবারের সংখ্যা (R/C ডেটাবেস অনুসারে):9,76,072 HHs। AB PMJAY-এর অধীনে মোট পরিবার : 5,49,554 HHs। টার্গেটেড পরিবারের মধ্যে, PMJAY-এর আওতায় এসেছে এমন পরিবারের সংখ্যা : 5,12,000 HHs। মোট PMJAY সুবিধাভোগী যাদের আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে : প্রায় 14,00,000 নম্বর BoCW স্কিমের আওতায় এসেছে এমন পরিবারের সংখ্যা : 11,000 HHs। CMJAY -এর আওতায় মোট পরিবারের সংখ্যা : 4,15,000 HHs। আনুমানিক জনসংখ্যা কভার করা হবে : 9,00,000 Nos। CMJAY-2023 এর পালিসি অনুসারে সুবিধাভোগীদের বার্ষিক পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকার অন্তর্বিভাগ চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা দেওয়া হবে। CMJAY-2023 প্রকল্পের অধীনে বহির্বিভাগ চিকিৎসা পরিষেবার সুবিধা থাকবে না। সুবিধাভোগীরা রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যের বাইরে সমস্ত তালিকাভুক্ত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এই স্কিমটি বাস্তবায়ণের জন্য রাজ্য সরকার প্রথমে সমস্ত সরকারি হাসপাতালকে PHC/CHC এবং স্টেট রেফারেল হাসপাতাল গুলিকে প্রকল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত করেছে। 03/03/2024 পর্যন্ত ২,০০,০০০-এর বেশি সুবিধাভোগী এবং প্রায় ১,০০,০০০ পরিবার CMJAY কার্ড পেয়েছেন এবং ক্যাম্প মোডে কার্ড তৈরী করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৪০ জন CMJAY সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন PHC, CHC, SDH, DH এবং ৩টি রাজ্য রেফারেল হাসপাতালে নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার উল্লেখিত প্রকল্পের জন্য বাজেটে ৫৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং পরের বছর থেকে বরাদ্দ হওয়ার কথা ১০৪.০০ কোটি টাকা। স্কিমের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী AB-PMJAY-এর অধীনে সমস্ত তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিকে কোডাল ফরমালিটির পর্যবেক্ষণ করার পর CMJAY 2023 প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতাল এবং রাজ্যের বাইরে সরকারি ও বেসরকারি তালিকাভুক্ত হাসপাতালের সাথে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে এবং NHA এর সাথে আইটি প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতা স্থাপনের মাধ্যমে CMJAY এর অধীনে তালিকাভুক্ত করা হবে।

স্টেট হেলথ এজেন্সি, টিএইচপিএস থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে-জেলা সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের জন্য প্যাকেজ রেটগুলি AB-PMJAY হেলথ বিনিফিট প্যাকেজ ২০২২ অনুসারে হবে।

*****৩য় পাতায়

অনুমোদিত হাসপাতালের দাবির পরিমাণের মধ্যে ২৫% কেটে নেওয়া হবে (রোগীর ওয়ালেট থেকে) রিভলভিং ফান্ড হিসাবে এবং SHA-এর মনোনীত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সেই ফান্ড জমা করা হবে। (ডিটেইলস আলাদাভাবে শেয়ার করা হবে)। CMJAY -এর সুবিধাভোগীরা সারা দেশে সমস্ত PMJAY তালিকাভুক্ত হাসপাতালে ন্যাশনাল portability এর ভিত্তিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেতে সক্ষম হবেন। একটি যোগ্য পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা বা বয়সের উপর কোন বাধা থাকবে না। CMJAY কার্ড পাওয়া এবং চিকিৎসা নেওয়ার মধ্যে সুবিধাভোগীদের জন্য কোনও বাধ্যতামূলক অপেক্ষার সময় থাকবে না। PMJAY তে যেমন সুবিধাভোগীরা তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন ঠিক তেমনি CMJAY এর সুবিধাভোগীরাও চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকার পারিবারিক ওয়ালেট প্রতি ১ এপ্রিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনর্নবীকরণ করা হবে এবং অব্যবহৃত ওয়ালেট ব্যালেন্সের কোনো স্পিলওভার থাকবে না। 15 দিন পর্যন্ত ডিসচার্জ পরিবর্তী ওষুধ সহ সমস্ত হাসপাতালে ভর্তির খরচ এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। AB-PMJAY -এর হেলথ বেনিফিট প্যাকেজ (HBP)2022 CMJAY-2023 প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। স্ট্যান্ডারাইজেশন, অভিন্নতা, সর্বজনীনতা এবং বাস্তবায়ণের সহজতা নিশ্চিত করার জন্য, CMJAY এর অধীনে প্যাকেটগুলি AB-PMJAY প্যাকেজ কভারেজ এবং নির্দেশিকা অনুসারে হবে। সমস্ত অন্তর্ভুক্তি এবং এক্সক্লুশন প্রক্রিয়া AB-PMJAY প্যাকেজের বিবরণ অনুযায়ী হবে। CMJAY ট্রাস্ট মোডে ত্রিপুরা হেলথ প্রোটেকশন সোসাইটি (THPS)-এর অধীনে বাস্তবায়িত হবে এই সোসাইটি AB-PMJAY ও বাস্তবায়ণ করছে। AB-PMJAY-এর অধীনে নিযুক্ত বিদ্যমান বাস্তবায়ণ সহায়তা সংস্থা অথবা ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট এজেন্সি (ISA) কে একই হারে (প্রতি পরিবার প্রতি বছর 23.501 টাকা) হবে এবং একই শর্তাবলী অনুসারে CMJAY এর জন্য ISA/TPA সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (AB PMJAY) হল বিশ্বের বৃহত্তম বীমা প্রকল্প যা শুরু করা হয়েছে আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের নগদহীন, কাগজবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে। এ প্রকল্পে প্রতিবছর প্রত্যেকটি তালিকাভুক্ত পরিবার ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। সোশিও ইকোনমিক কাস্ট সেনসাস (SECC) ২০১১- অনুযায়ী আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্র ও দুর্বল পরিবারের সাধ্যের বাইরের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ভারত সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের যোগ্য পরিবারের মধ্যে ৫,৫০,০০০ এরও বেশী পরিবারের মোট ১৪,৮০,০০০ জন সুবিধাভোগী AB PMJAY এর আওতায় এসেছে। রাজ্যের বাদবাকি জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনার শুভ সূচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

****